দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...১...

শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষকদের মর্যাদা

দেওয়ান আযাদ রহমান

শিক্ষা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রয়োগে কর্ম-কুশল জনশক্তি সরবরাহ করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যাবলী। এ স্তরে শিক্ষা লাভ করে দেশের এক বিরাট জনশক্তি আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই এ স্তরে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। মেধাবী শিক্ষক ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব নয়। মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করতে হলে তাদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে সবগুলোর রিপোর্টে এ বাস্তবতা মেনে নেয়া হয়েছে। ২০০৩ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে ভাল শিক্ষক না হলে কখনও ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অপর পক্ষে ভাল শিক্ষক পেতে হলে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। কমিশনে আরও স্বীকার করা হয়েছে, শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত সমযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনায় কম। এ বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বর্ণিত হয়েছে, (১) ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা দেয়া হয়। সমযোগ্যতা সম্পন্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মর্যাদা কিন্তু বেশ নিচে, (২) ১৯৭৭-এর আগে টি-ই-ও পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহকারী শিক্ষকদের এক গ্রেড নিচে বেতন পেতেন। পি-টি আই ইনস্ট্রাকটররা সহকারী শিক্ষকদের সমান বেতন পেতেন। ১৯৯৩ সালে এদের সকলকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের তা দেয়া হয়নি। ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের মান মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নে শিক্ষকদের বেতন ভাতার নিম্নমান ও বৈষয়িক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবের কথা স্বীকার করা হয়। এ রিপোর্টের বর্ণনা মতে-শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল শক্তি। অতএব শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষানীতি কমিশনে শিক্ষকদের দৈন্য- দশা ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়-শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজন। শিক্ষকতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে একটি শিক্ষক সনদ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষক অধিকার সংক্রান্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশেষ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ১৩ অধ্যায়ের বিন্যস্ত এবং ১৪৬ টি ধারা উপধারা সম্বলিত এক ঐতিহাসিক দলিল অর্জিত হয়েছে। এ দলিলে বেতন ভাতা প্রসংগে বলা হয়েছে "সমাজে শিক্ষকতার গুরুত্ব প্রতিফলনে অন্যান্য পেশায় সমমানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রদত্ত বেতনের সাথে অনুকূল তুলনীয়ভাবে ও পরিবার পরিজনসহ যুক্তি সংহত বিধান সাপেক্ষে বেতন ভাতা সুনির্ধারণ করা।" জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর দলিলে বর্ণিত শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত অর্জিত

সাফল্যকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে গঠিত বিশ্বের প্রায় ১৭০টি দেশের ২১০টি জাতীয় সংগঠনের ৩ কোটি ২০ লক্ষ শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা "এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল"-এর ক্রমাগত অনুরোধ ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬ তম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে এ স্বীকৃতি সারা বিশ্বের শিক্ষক সমাজের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্যি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় সুযোগ-সুবিধা, পদ মর্যাদা, পদোন্নতি সব ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনার শিকার। সরকারি স্কুলে একজন শিক্ষক চাকরিতে ঢোকেন সহকারী শিক্ষক হিসেবে, চাকরী থেকে বিদায় নেন সহকারী শিক্ষক হিসেবে। তাদের পদবির কোন পরিবর্তন হয় না। সমপর্যায়ের পদগুলো পূর্বেই প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে কিন্তু সহকারী শিক্ষকদের ১ম শ্রেণী পদ মর্যাদার বাস্তবায়ন বিষয়টি ঝুলে আছে। সরকার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বেশ কিছু বিদ্যালয়ে তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সেখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষদের মধ্যে থেকে যোগ্যদের স্থান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে ৯০% ভাগ শিক্ষকগণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের যোগ্যতা রয়েছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষকদের ১ম শ্রেণীর পদমর্যদা প্রদান করে ৩১৭টি সরকারি স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে মান উন্নত করলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে ও একাদশ শ্রেণীর ভর্তি সংকট দূর হবে। স্বাধীনতার পর গঠিত বিভিন্ন কমিশন ও জাতিসংঘ সনদে শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি প্রকাশিত তার "শিক্ষানীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ"' গ্রন্থে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের নানা জটিলতার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বাস্তবতা উপলব্ধি করে তার প্রকাশিত পুস্তকে লিখেছেন- "শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক উপাদান হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষকদের সমস্যা সমাধান করে তাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে শিক্ষার উন্নয়ন অসম্ভব।" বর্তমানে সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর এ ভাবনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি যৌক্তকতা বিবেচনা করে শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি মাধ্যমিক স্তরের সরকারি সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদমর্যদা প্রদানে সুপারিশ করেছে। শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ সুবিবেচক সিদ্ধান্ত শিক্ষক সমাজ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। অপরদিকে জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এ বিষয়ের উপর একটি অনলাইন পাঠক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের ৭০% অংশগ্রহণকারী মর্যাদা প্রদানের বিষয়টিতে হ্যাঁ সূচক ভোট দান করেছেন যা শিক্ষকদের মর্যাদা প্রদানের যৌক্তিকতার সম্ভবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিলে শিক্ষাক্ষেত্রে গতিশীলতা বাড়বে, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। সাধারণভাবে শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়। বার্টেন্ড রাসেলের ভাষায়- 'Teacher is the guardian of civilization. architext of nation.' শিক্ষক হলো সভ্যতার অভিভাবক, জাতি গঠনের স্থপতি। আমরা শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর না বলে অন্তত মানুষ গড়ার শিল্পী হিসেবে সম্বোধনের দাবী রাখি।

[লেখক : শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ঢাকা]